দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 8 APR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... ৩ ...

বাকৃবিতে সেমিস্টার পদ্ধতি সংস্কারের দাবী না মানায় ব্যাপক ভাঙচুর ❑ পুলিশের গুলী ও গ্যাসে আহত ১০

ময়মনসিংহ জেলা সংবাদদাতা/বাকৃবি সংবাদদাতা ঃ গতকাল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রুটিপূর্ণ সেমিস্টার পদ্ধতির সংস্কারের দাবীতে দিনভর ভাঙচুর, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, গুলী ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। গত বেশ কিছু দিন ধরে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০১-২০০২ সেশনের সকল ছাত্র-ছাত্রীরা এই ত্রুটিপূর্ণ সেমিস্টার সংস্কারের দাবীতে আন্দোলন করে আসছিল। কিন্তু আন্দোলনের এক পর্যায়ে ভিসি ছাত্রদের দাবী পত্রিয়ে দেখবেন বলে ৫ দিনের জন্য সময় নেন, কিন্তু ৭/৮ দিন অতিবাহিত হবার পরও কোন সুরাহা না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে এবং ২০০১-২০০২ সেশনের সকল শিক্ষার্থী তাদের ক্লাস বর্জন করে আন্দোলনে নেমে আসে। আন্দোলন যখন তীব্র হতে তীব্রতর রূপ নিতে থাকে তখন ভিসি গতকাল জরুরী ভিত্তিতে একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক ডাকেন এবং এ বৈঠকে ছাত্র-ছাত্রীদের

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ভাংচুররত ছাত্র-ছাত্রী

বাকৃবিতে ভাঙচুর

৮-এর পৃষ্ঠার পর

দাবী অফ সেমিস্টার নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রেডিং সিস্টেমে পরিবর্তন আনা হয় এবং পাস নম্বর ৫০ হতে কমিয়ে ৪৫-এ আনা হয়। অপরদিকে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী গত সেমিস্টারে অকৃতকার্য হয় তাদের জন্য অফ সেমিস্টার চালু না করে বিশেষভাবে তাদের দাবী পূরণের কথা বলা হয়, কিন্তু এর লিখিত কোন কপি ছাত্রদের মাঝে সরবরাহ করা হয়নি। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পেতে থাকে। একপর্যায়ে ২০০১-২০০২ সেশন ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বেলা ৩টায় একাডেমিক কাউন্সিলের রিপোর্ট পেশ হওয়ার সাথে সাথে প্রশাসনিক ভবন, লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিল্ডিং-এর কাচ ভাঙ্গা হয়। এতে ছাত্র ও পুলিশের মাঝে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম সাময়িকভাবে থেমে যায়। ক্যাম্পাসে এ সময় ১০০-১৫০ জন পুলিশসহ দাঙ্গা পুলিশ উপস্থিত ছিল।

আন্দোলন যখন তীব্র হয়ে তীব্রতর রূপ নেয় তখন ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশ গুলী ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করলে ৮/১০ জন ছাত্র মারাত্মক আহত হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ভিসির পদত্যাগ দাবী করে এবং ভিসির বাসায় হামলা করে।